‘মানব প্রকৃতি’ সম্পর্কে মেনসিয়াস এবং শুন যু’র তত্ত্বের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আবদুছ ছাত্তার*

[**সারসংক্ষেপ:** চৈনিক দর্শনে যেসব বিতর্কিত বিষয় রয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ‘মানব প্রকৃতি’। এটি বিতর্কিত এজন্য যে, এ ব্যাপারে বিভিন্ন চৈনিক চিন্তাবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। তবে ঐ সকল চিন্তাবিদদের মধ্যে মেনসিয়াস এবং শুন যু’র নাম উল্লেখযোগ্য। মেনসিয়াস অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে যুক্তিসহকারে বলেন, মানব প্রকৃতি স্বভাবতই শুভ কিন্তু সমাজ-রাজনৈতিক জীবনে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে মানুষ তার প্রকৃত স্বভাব থেকে দূরে চলে যায়, ফলে অমঙ্গলের আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ মানুষের মন্দ আচরণের জন্য পরিবেশ ও সংস্কৃতি দায়ী। অন্য দিকে শুন যু বলেন, মানুষ স্বভাবগতভাবে স্বার্থপর ও কামনা বাসনা নিয়ে জন্মায়। জন্মের সময় মানুষের স্বভাবে কোন শুভ উপাদান থাকে না। মানুষ সমাজ-রাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠান এর সংস্পর্শে এসে শুভ গুণ অর্জন করে। অর্থাৎ মানব স্বভাবের শুভ গুণ সহজাত নয় অর্জিত। আলোচ্য প্রবন্ধের শুরুতে মেনসিয়াস এবং শুন যু’র ‘মানব প্রকৃতি’ সম্পর্কিত এমন বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর প্রাচীনকাল থেকে সমসাময়িককালের যেসব পাশ্চাত্য দার্শনিকের আলোচনায় মেনসিয়াস ও শুন যু’র এ সম্পর্কিত মতবাদ নানাভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশেষে, মন্দ আচরণের উৎস হিসেবে কাকে দায়ী করা যায়- বংশগত মন্দত্বকে না-কি পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে? উক্ত প্রবন্ধে এই প্রশ্নের একটি যথযথ উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।]

ভূমিকা

দর্শনের ইতিহাসে মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। সেই গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক কালের

* Abdus Sattar, Assistant Professor, Department of Philosophy, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342.

পাশ্চাত্য দার্শনিক রেনে দেকার্ত, জন লক, ডেভিড হিউম এবং ইমানুয়েল কান্টের দর্শনেও মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে; যা ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়ে দর্শনের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে দার্শনিক নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মানব প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ কী এবং এই বিশ্বজগতে মানুষের অবস্থান কোথায়? মানুষ এমন মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হন বলে দার্শনিকরা একমত পোষণ করেছেন। দর্শন জগতের প্রধান দু'টি ধারাপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিকই এমন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

চৈনিক দর্শন এমনই একটি প্রাচ্য দর্শনের নাম, যার উৎপত্তি হয়েছিল জীবনের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে, জীবনমুখী চিন্তা-চেতনার লক্ষ্যে। চৈনিক দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে কনফুসিয়াসবাদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতিদার্শনিক মতবাদ, যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিশ্ববিখ্যাত চৈনিক নীতিদার্শনিক কনফুসিয়াস। কনফুসিয়াসের দু'জন শিষ্য হলেন মেনসিয়াস এবং শুন যু, যারা কনফুসিয়াসবাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক। চৈনিক দর্শনে যেসব বিতর্কিত ও অমিমাংসীত মতবাদ রয়েছে, সেসব মতবাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে 'মানব প্রকৃতি' সম্পর্কিত মতবাদ। এ সম্পর্কে কনফুসিয়াসবাদী দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষ করে মেনসিয়াস ও শুন যু-রমধ্যেই রয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি। Bo Mou তাঁর সম্পাদিত *Routledge History of World Philosophies* গ্রন্থে বলেন:

> 'Mencius and Xun Zi represent different traditions of the Confucian school, and this essay focuses on the relationship between their positions, especially regarding the status of human nature. In the popular mind, there is one statement that sums up Mencius' philosophy, namely: 'Human nature is good.' Xun Zi is said to have opposed this with the statement 'Human nature is bad.'[1]

সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশে মেনসিয়াস ও শুন যু বিপরীত অনুমান (assumption) দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। মেনসিয়াস আদি কনফুসিয়াসবাদীদের সাথে সুর মিলিয়ে প্রাথমিক অনুমান (embryonic assumption) করেছেন যে, মানুষের শুভত্ব হল সহজাত। তিনি তাঁর আশাবাদী প্রকল্পে (optimisticassumption) বলেন, যদি মানুষের সহজাত শুভকে বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিপালন করা হয় তা'হলে মানব সমাজ সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকবে। অন্যদিকে, শুন যু বলেন, মানব প্রকৃতিতে জন্মের সময় স্বার্থপরতা বিদ্যমান থাকে, এই স্বার্থপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামাজিক *Li* (appropriate behavior) এবং *Fa* (standards and

1. Mou, Bo, (eds.) *Routledge History of World Philosophies*, Volume-3, *History of Chinese Philosophy*, Routledge, Tailor & Francis Group, London and New York, (2009), p. 189.

penal law) চাপ প্রয়োগ করে। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে স্বার্থপরতার প্রবণতাকে অতিক্রম করার উপায় হল সমাজ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ম মান্য করে চলা এবং নৈতিক প্রশি ণ ও বুদ্ধির উন্নতি সাধন করা।

মেনসিয়াস : *Historical Records* (ch.74) অনুসারে,কনফুসিয়াসের (৫৫১-৪৭৯ খ্রিস্টপূর্ব) মৃত্যুর প্রায় ১০০ বছর পর খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ অব্দে পূর্ব চায়নার সানতুং প্রদেশের দ ি ণ অংশে মেনসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রভাবশালী দার্শনিক হিসেবে বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেছেন এবং শাসকদের সাথে শাসন ও নৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত তাঁর ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরিশেষে *Historical Records* থেকে জানা যায় যে, অবসর জীবনে তিনি অনুসারীদের সাথে *Mencius*[2] নামে ৭টি পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকে সামন্ত প্রভু এবং অনুসারীদের সাথে তাঁর কথোপকথন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি কনফুসিয়াসের পৌত্র Zi Si(Tzu-ssu) এর অধীনে শি া লাভ করলেও কনফুসিয়াসের চিন্তা বা বিশ্বাসের সঞ্চারক (Transmitter) হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

মেনসিয়াস তাঁর নিজের মতকে ব্যাখ্যা করার পূর্বে ঐ সময় মানব প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচলিত তিন ধরনেরদৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। যেমন: প্রথমত, মেনসিয়াসের সমসাময়িক দার্শনিক Kao Tzu মানব প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন, মানব প্রকৃতি শুভও নয় অশুভও নয়, অর্থাৎ মানুষের স্বভাবে শুভ কিংবা অশুভ এমন কোন উপাদান থাকে না। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে দ্বিতীয় মতটি বলে: মানব প্রকৃতি হতে পারে শুভ অথবা অশুভ, অর্থাৎ মানব প্রকৃতিতে শুভ ও অশুভ উভয় উপাদান থাকতে পারে। আর এ জন্যই মহৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের যেমন আগমন হয়, তেমনি পাশাপাশি নিষ্ঠুর ও মন্দ ব্যক্তিদেরও আগমন হয়। এবং মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তৃতীয় মতটি বলে যে: কিছু মানুষের স্বভাব শুভ এবং অন্যান্যদের স্বভাব অশুভ। অর্থাৎ যারা ভালো তারা প্রকৃতগতভাবেই (সহজাতভাবেই) ভালো, আর যারা মন্দ তারা প্রকৃতিগতভাবেই (সহজাতভাবেই) মন্দ।[৩]

কনফুসিয়াস তাঁর *The Analects*-এ মানব প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

> 'Men are close to one another by nature, they drift apart through behavior that is constantly repeated.'[4]

---

2. উল্লেখ্য যে, মেনসিয়াসের রচিত গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নিজের *Mencius* নামে। অর্থাৎ Mencius এর গ্রন্থের নাম *Mencius.*
3. *Mencius:* VIa, 3-6.
4. *The Analects*; 17:2.

John M.Koller তাঁর *Oriental Philosophies* গ্রন্থে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে কনফুসিয়াসের অভিমত আলোচনা করতে গিয়ে কনফুসিয়াস সম্পর্কে বলেন:

> '….Confucius claimed that people have a *potential* for goodness, and Mencius claimed that they possess an *actual goodness* as part of their nature. Confucius regarded goodness and rightness as the same, but Mencius distinguished between them.'[5]

উপরের বক্তব্য থেকে সাধারণভাবে অনুমান করা যায় যে, কনফুসিয়াসের মতে, মানব প্রকৃতি সহজাতভাবে শুভ সম্ভাবনাময়, তবেসকল মানুষের শুভ এর প্রকাশ অভিন্ন নয়। তার কারণ, সকল মানুষ তাদের সহজাত শুভকে সমানভাবে উন্নতি বা বিকাশ ঘটাতে পারে না। তিনি তাঁর *The Analects* এ মানব প্রকৃতি সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি তেমন কিছু বলেননি। তবে ধারণা করা হয়, তিনি ব্যক্তি মানুষের প্রকৃত স্বভাব সম্পর্কে নৈতিক আলোচনা করেছেন। তিনি হয়তো বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, সকল মানুষের শি া অর্জনের সমান মতা রয়েছে। তারপরও মানুষের মধ্যে ভিন্নতা ল ্য করার কারণ হল, সকলে শি া অর্জনের জন্য সমান প্রচেষ্টা ও অনুশীলন করে না। কিন্তু কনফুসিয়াসের সাথে মেনসিয়াস সম্পূর্ণ একমত পোষণ না করে শুভত্বকে (goodness) মানব প্রকৃতির অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং জন্মগতভাবে মানুষ শুভ'র অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে বলে অভিমত দিয়েছেন।

মানব প্রকৃতি সহজাতভাবে শুভ দাবি করে মেনসিয়াস এটা বুঝাতে চাননি যে, সকল মানুষস্বভাবগতভাবে কনফুসিয়াস (জ্ঞানী) হিসেবে জন্মগ্রহণ করবে।মানব প্রকৃতি সম্পর্কে উপরে উল্লেখিত দ্বিতীয় মতটির এক অংশের সাথে মেনসিয়াসের মতের মিল রয়েছে যে, মানব স্বভাবে শুভ উপাদান রয়েছে। তিনি নিশ্চিতভাবে একথাও বলেন যে, মানব স্বভাবে অন্যান্য উপাদানও রয়েছে, যারা নিজেরা শুভও নয় মন্দও নয়। কিন্তু এগুলোকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে সহজাত শুভ স্বভাবকে মন্দের দিকে ধাবিত করে। মেনসিয়াসের মতে, এসকল উপাদান মানুষ ও অন্যান্য প্রানীর মধ্যে একইভাবে বিদ্যমান থাকে এবং মানুষকে পশুর মত আচরণ করতে উৎসাহিত করে, ফলে এসব উপাদানকে মানব প্রকৃতির অংশ বিবেচনা করা যায় না।

মেনসিয়াস কেবল সাধারণভাবে বর্ণনা করেননি যে, সকল মানুষ সহজাতভাবে ভালো, তাঁর মতের সমর্থনেনিম্নোক্ত যুক্তিগুলো উপস্থাপন করেছেন:

> "ক) সকল মানবসত্তার স্বভাব হয় অভিন্ন; খ) ঋষি, যিনি প্রকৃতিগতভাবে ভালো, তিনি হন একজন ব্যক্তি; গ) সুতরাং সকল মানব সত্তার স্বভাব

5. Koller, John M., *Oriental Philosophies,* Charles Scribner's Sons. New York, 2nd Edition, (1985), P. 265.

> হয় ভালো। দ্বিতীয় যুক্তি অনুসারে, মানবসত্তার ভালোত্বের প্রমাণ হল, তাদের মধ্যে বিদ্যমান জেন (মানবিকতা), ই (ন্যায়পরায়ণতা), লি (উত্তম আচরণ ও নিয়মনীতি), এবং চি (নৈতিক প্রজ্ঞা) এর মত সদগুণসমূহ। সকল মানবসত্তা জন্মের সময়ই এসব সদগুণের অধিকারী হয় এবং এর প্রমাণ হল, মানুষের মৌলিক অনুভূতিগুলোর সার্বজনীনতা, যেগুলো দ্বারা মানবসত্তার জীবনের সূচনা হয়।"[৬]

মেনসিয়াসের মতে, প্রত্যেক মানুষেরই একটি Xin or heart-mind রয়েছে, যেখানে দয়া, লজ্জাবোধ, শ্রদ্ধাবোধ, ভালো ও মন্দের অনুভূতির প্রবণতা থাকে।[৭] Heart-mind এর এই প্রবণতাকে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন ৪ ধরনের অঙ্কুর (four beginnings/four germs or sprouts) হিসেবে।মেনসিয়াসবলেন, এই ৪ ধরনের অঙ্কুর মানুষের মধ্যে বাহির থেকে দীপ্ত করা হয়নি, এগুলো মানুষের মধ্যে জন্মগত বা সহজাতভাবে বিদ্যমান থাকে এবং এগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই মানুষ মানবিকতা,দয়া, ন্যায়বোধ, লজ্জাবোধ, শ্রদ্ধাবোধ, প্রজ্ঞা, ভালো ও মন্দের অনুভূতির প্রবণতা ইত্যাদির উন্নতি সাধন করতে পারে। কিন্তু এই ৪ ধরনের অঙ্কুরের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? এমন প্রশ্নের উত্তরে মূর্ত উদাহরণ দিয়ে মেনসিয়াস বলেন:

> "অন্যের কষ্ট সহ্য করতে পারে এমন কোন হৃদয় সংবেদনহীন মানুষ নেই...আমার যুক্তি...হল এই। ধরা যাক একজন মানুষ হঠাৎ করে কুয়ার কিনারায় একটি কম বয়সের শিশুকে কুয়াতে পরে যাচ্ছে অবস্থায় দেখল। সে তখন নিশ্চিতভাবে দয়ার বশে শিশুটিকে রক্ষা করতে ছুটে যাবে, এই কারণে নয় যে, সে শিশুটির পিতামাতার কাছ থেকে প্রশংসনীয় গুণকীর্তণ কামনা করে, এই কারণে নয় যে, সে তার গ্রামবাসীর বা বন্ধুদের প্রশংসা জয় করতে ইচ্ছা পোষণ করে, এই কারণেও নয় যে, সে শিশুটির কান্নাকে অপছন্দ করে। এ থেকে দেখা যায়, যে ব্যক্তি নির্দয়... নির্লজ্জ... দুর্বিনীত এবং নম্রতাহীন...ঠিক এবং বেঠিকের বোধহীন, সে মানুষ নয়। দয়ার হৃদয় হল বদান্যতা বা সদাশয়ের অঙ্কুর; লজ্জার ভূষণ, দায়িত্বের আঁধার; বিণয়ও নম্রতার প্রাণ, প্রচলিত আইন ও রীতিনীতির

6. "(a) All human being are alike by nature; (b) The sage, who is good by nature, is a person; (c) Therefore all human beings are good by nature. According to the second argument, the goodness of human beings is evident in the virtues of *jen* (humanity), *yi* (righteousness), *li* (Propriety/good behavior) and *chih* (moral wisdom). All human beings possess the beginnings of these virtues as can be seen by the universality of the basic feelings that constitute the beginning for them."Ibid, P. 278.
7. *Mencius:* 6A:6.

> পরিপাঠক বা ধারক; ঠিক ও বেঠিকের পরিমাপক বা নির্ধারক, প্রজ্ঞার আঁধার।"[৮]

মেনসিয়াসের মতে, (a) Virtue of human-heartedness (*jen*) বামানব-প্রফুল্লচিত্ততা বা নিরূদ্বিগ্নতা'র সদ্‌গুণ এর ভিত্তি হচ্ছে অন্যের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ (feeling of commiseration). অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের কষ্ট দেখে নিজে কষ্ট অনুভব করে তার মধ্যে মানব-প্রফুল্লচিত্ততা বা নিরূদ্বিগ্নতা'র সদ্‌গুণ রয়েছে বলে মনে করেন মেনসিয়াস। (b) Virtue of righteousness (*Yi*) বান্যায়পরায়নতার ভিত্তি হচ্ছেলজ্জাবোধ এবং পছন্দ- অপছন্দের অনুভূতি (feeling of shameand dislike). অর্থাৎ যার মধ্যে লজ্জবোধ এবং ভাল ও মন্দকে যথাক্রমে পছন্দ ও অপছন্দ করার অনুভূতি বা ক্ষমতা রয়েছে মেনসিয়াসের মতে, তিনি ন্যায়পরায়ণ হবেন। (c) Virtue of the rules of Propriety / good behavior (*Li*) বা আচরণ ও নিয়মনীতির শুদ্ধতার/ উত্তম আচরণের নিয়মাবলী'র সদ্‌গুণ এর ভিত্তি হচ্ছে বিনয় ও নম্রতার অনুভূতি (feeling of modesty and yielding). অর্থাৎ বিনয় ও নম্রতার অনুভূতি মানুষের উত্তম আচরণের চাবিকাঠি। (d) Moral wisdom বা নৈতিক প্রজ্ঞার ভিত্তি হচ্ছে ঠিক এবং বেঠিক বুঝার অনুভূতি (sence of right and wrong). অর্থাৎ ঠিক এবং বেঠিক বোঝার অনুভূতি নৈতিক জ্ঞানের পূর্বশর্ত।

মেনসিয়াস মনে করেন, এই ৪ ধরনের অঙ্কুর সকল মানুষের মধ্যে সহজাতভাবে দেহের অঙ্গ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এগুলোর যথাযথ ও পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে মানুষ ৪ ধরনের স্থায়ী সদগুণের (constant virtues) অধিকারী হয়এবং মানব প্রকৃতির শুভত্ব বজায় থাকে। বাহ্যিক পারিপার্শিক অবস্থা এসব সদগুণের বিকাশের ে ত্রে বাঁধার সৃষ্টি না করলে এগুলো প্রকৃতিগতভাবেই বিকশিত হয়। তিনি বলেন, বীজ থেকে গাছ যেভাবে জন্মায়, কলি থেকে ফুল যেভাবে ফুটে, একই ধারায় প্রাকৃতিকভাবে মানুষের মধ্যে এই চারটি গুণের (চারটি অঙ্কুর বা স্থায়ী সদগুণ) উন্নতি হয়। এর ব্যত্যয় হলে মানুষ তার স্বভাব থেকে দূরে সরে যায় এবং মন্দের সূচনা হয়।

---

8. "No man is devoid of a heart sensitive to the suffering of others … My reason … is this. Suppose a man were, all of a sudden, to see a young child on the verge of falling into a well. He would certainly be moved to compassion, not because he, wanted to get in the good graces of the parents, nor because he wished to win the praise of his fellow villagers or friends, nor yet because he disliked the cry of the child. From this it can be seen that whoever is devoid of the heart of compassion … shame …courtesy and modesty … right and wrong is not human. The heart of compassion is the [sprout] of benevolence; the heart of shame, of dutifulness; the heart of courtesy and modesty, of observance of the rites; the heart of right and wrong, of wisdom." Ibid: 2A:6 note, quoted in Bo Mou, (2009), pp. 191-92.

উপরিউক্ত অনুচ্ছেদের যে সাধারণ বিষয়টিকে D.C. Lau গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল heart of right and wrong, যা কেবল ঠিক এবং বেঠিকের প্রবণতার মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে পার্থক্য নির্দেশ করছে না বরং একই সাথে এই অর্থও বহণ করছে যে, যা ঠিক তাকে অনুমোদন দেওয়া এবং যা বেঠিক তাকে অনুমোদন না দেওয়া।[৯] অর্থাৎ যা ঠিক তা করা উচিত এবং যা বেঠিক তা করা উচিত নয়- এর নির্দেশনা দেয়।

মেনসিয়াস মনে করেন, ঠিক ও বেঠিক জানা আর ঠিক ও বেঠিক এর অনুমোদন দেয়া বা না দেয়া আলাদা কিছু নয়। তাঁর এমন অবস্থানের প্রেি তে heart of compassion সম্পর্কে David Wong এর পর্যবে ণ হল, পাশ্চাত্য নৈতিক প্রথার (কান্ট এবং হিউম) মতো মেনসিয়াস reason এবং emotion এর মধ্যে বিরোধ তৈরী করেননি। Wong এব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে একটি শিশুর কুয়াতে পরে যাওয়ার দৃশ্যটি বিবেচনা করেছেন:

> "Illustrates the characteristic intentional object of compassion. Compassion is distinguished from other sorts of emotion by certain perceived features of the situations to which it is directed. The intentional object of compassion makes salient that feature of the situation that is the suffering, actual or forth-coming, of a sentient being."[10]

এখানে দু'টি বিষয় আলাদা হওয়া উচিত। (এক) মেনসিয়াস স্নেহ, মমতা, প্রেম, ভালোবাসা (affection) এবং বুদ্ধিকে (reason) আলাদা করেননি, যা জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট করেছেন। মেনসিয়াসের কাছে heart-mind একই সাথে একটি reflective entity. (দুই) সহজাত চারটি অঙ্কুর (চারটি স্থায়ী সদগুণ) এর যথাযথ প্রকৃতি কি? মেনসিয়াস একথা বলেননি যে, এই ৪টি অঙ্কুর সরাসরি কাজ করার বুদ্ধি সরবরাহ করে, বরং তিনি বলেন, এগুলো কাজ করার প্রবণতা গঠন করে, যাদের প্রতিপালন বা উন্নতি সাধন করা দরকার। তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেন যে, মানুষ এই প্রবণতাগুলো হারিয়ে ফেলেন, ফলে যথার্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থায়ও মানুষ মন্দের সম্মুখীন হতে হয়।

এখন প্রশ্ন হল, মানুষের স্বভাবের মধ্যে এসবপ্রবণতা (৪টি স্থায়ী সদগুণ) যে সহজাতভাবে অস্থিত্বশীল আছে তা কীভাবে বুঝা যায়? এমন প্রশ্নের উত্তরে মেনসিয়াস নিম্নোক্ত উদাহরণটি তুলে ধরেছেন:

---

9. Lau, D.C., 'Theories of Human Nature in Mencius and Xunzi', in T.C. Kline III and Philip J. Ivanhoe (eds), (2000), *Virtue, Nature, and Moral Agency in the Xunzi*, Indianapolis: Hackett. p. 194.
10. Wong, David, '*Is There a Distinction Between Reason and Emotion in Mencius?', Philosophy East and West,* (1991), p. 32. Note, quoted in Ibid. Bo Mou, (2009), p. 192.

> "যদি একজন তার পিতামাতার মৃত দেহের সৎক্রিয়া সম্পন্ন না করে কেবল ডোবাতে ছুরে ফেলে দেয়, এবং পরবর্তী সময়ে এসে দেখে যে, মৃতদেহটি পাখি এবং হিংস্র পশুর শিকার হয়েছে, তাহলে যে কেউ মৃতদেহটির সৎক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য একটি স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা উদ্ভূত হয়। কোন কাজের ক্ষেত্রে চি সদগুণ এবং নৈতিক প্রজ্ঞার ভিত্তি হল কাজের ঠিক ও বেঠিকের সংবেদন। যেহেতু ব্যক্তির ঠিক ও বেঠিকের ধারণা অনুসৃত হয় তার নিজস্ব মনের প্রতিফলন থেকে, সেহেতু এ থেকে বলা যায় যে, ঠিক ও বেঠিকের এই সহজাত ধারণাগুলো অবশ্যই প্রত্যেকের মধ্যে পাওয়া যাবে।"[১১]

ডোবাতে পরে থাকা মৃত মানুষটিকে কবর দেওয়ার জন্য সম্ভবত heart of modesty এবং feeling of shameand wrongness এর অনুভূতিই মানুষের মধ্যে প্রাথমিকভাবে দায়িত্ববোধের জন্ম দিয়েছে এবং এই অনুভূতি মৃত দেহটির সাথে জীবিত মানুষের একটি পারিবারিক সম্বন্ধের অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। আর এ জন্যই হয়তোবা কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন যে, পারিবারিক আচরণ বা ব্যবহারই মানুষের চরিত্রের ভিত্তি।[১২]

আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে এমন যে, মানব প্রকৃতিতে সহজাতভাবে বিদ্যমান ৪ ধরনের অঙ্কুর/স্থায়ী সদগুণ এর স্বাধীন বিকাশকে মানুষ কেন অনুমোদন দিবে? এর উত্তরে মেনসিয়াস বলেন, মানব প্রকৃতিতে এগুলোর বিকাশ ঘটা উচিত এজন্য যে, এগুলো হচ্ছে সেই ৪ ধরনের অঙ্কুর/স্থায়ী সদগুণ যেগুলোর মাধ্যমে মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে পার্থক্য করা যায় এবং এদের যথাযথ ও পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠে। মেনসিয়াস বলেন:

> 'That whereby man differs from birds and beasts is but slight. The mass of the people cast it away, whereas the superior man preserves it.'[13]

উপরিউক্ত যুক্তিসমূহের আলোকে মেনসিয়াস দৃঢ়ভাবে এই সিদ্ধান্তেআসেন যে, মানবসত্তা সহজাতভাবে নৈতিক। সহজাত শুভ গুণের কারণে মানুষ কোন্‌টি ঠিক এবং

---

11. "If one were to simply throw the body of a parent in a ditch instead of burying it, and later were to come and see the birds and beasts preRying on it, a natural reverence would cause one to hurry and bury the body. The sense of right and wrong is the root of the virtue *chih* and moral wisdom. Since every person draws his or her ideas about the rightness and wrongness of actions from reflections in her or his own mind, it follows that these innate ideas of right and wrong must be found in every person."Ibid, Koller, (1985).
12. The Analects : 1.2.
13. *Mencius*: IVb, 19. note, quoted in Lan, Fung Yu, *A Short History of Chinese Philosophy*, Edited by Derk Bodde, The Free Press, New Yark, 1976, p. 70.

কোন্‌টি বেঠিক তা অনুভব করতে পারে, তাদের মধ্যে দয়ার অনুভূতি,বিনয়, নম্রতা, ন্যায়পরায়নতা, গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অনুভূতি,লজ্জাবোধ, পছন্দ-অপছন্দের অনুভূতি ইত্যাদি বিদ্যমান- এর অর্থ মানুষ ঠিক ও বেঠিকের পার্থক্য করতে পারে। ফলে তারা নৈতিক অবধারণের মূল এবং নেতিক চরিত্রের অধিকারী।

মেনসিয়াসের আলোচনা থেকে আমরা এই ধারণা পাই যে, মানুষের শুভত্ব হচ্ছে সহজাত প্রবণতা। একটি শিশুকে কুয়াতে পরে যেতে দেখলে যে কেউ বেদনা অনুভব করবে এবং স্বত:স্ফূর্তভাবে সবাই শিশুটিকে র া করতে চেষ্টা করবে। এখানে একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যাশা মানুষকে তা করতে উদ্ভূত করে, যা মানুষের শুভত্বের প্রকৃতিগত ও নির্ধারণগত বর্ণনাকে নির্দেশ করে।

মানুষের ভালোত্বের ইন্দ্রিয় বিকাশের (sense development) মতা রয়েছে। যদি এই মতার যথাযথ বিকাশে ব্যর্থ হয় তাহলে সমাজে প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে। ভালোত্বের প্রবণতাকে যথাযথভাবে যত্নসহকারে চর্চা করার মাধ্যমে বিকশিত করতে পারলে মানব প্রকৃতি স্বস্বভাবে বজায় থাকবে।

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু পণ্ডিত মেনসিয়াসের ব্যাখ্যার মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়ে দাবি করেন যে, Xing (human nature) শব্দটি দ্বৈত অর্থ বহন করছে। এই দিক থেকে Xing শব্দটি উভয় অর্থ নির্দেশ করে: (ক) প্রাথমিক স্তরবর্তী মতা বা সামর্থ (an incipient capacity) এবং (খ) এর চলমান চর্চা (It's continuing cultivation) .A. G. Graham ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে Xing এর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনিচৈনিক শব্দ *sheng* এর বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করেছেন, যার অর্থ উভয়ই জন্ম ও বিকাশ (birth and growth). মেনসিয়াস Xing এর অর্থও বলেছেন জন্ম ও বিকাশ। অর্থাৎ মানুষের স্বভাব যেমন সহজাতভাবে শুভ তেমনি তার শুভত্বকে বজায় রাখার এবং বিকশিত করার জন্য অনুশীলন করাও অত্যাবশ্যক।

কিন্তু যদি মানবসত্তার সহজাত শুভকে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে জগতে অস্তিত্বশীল মন্দের ব্যাখ্যা করতে সমস্যা হয়। যদি মন্দ ভুল কাজের ফল হয় তাহলে মানব প্রকৃতির কাজের সঠিকতা এবং মানব প্রকৃতির শুভত্বের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। যদিও মানুষের মধ্যে শুভত্ব বর্তমান তবুও মানুষ ভুল পথে কাজ করতে পারে এবং এভাবেই জগতে মন্দের আগমন ঘটে। আর এজন্যই জগতকে মন্দ থেকে মুক্ত করার জন্য মানুষের কাজ করার সময় ন্যায়পরায়ণতা এবং কাজের সঠিকতার উপর জোর দেওয়া উচিত।

মেনসিয়াসের মতে, জগতে তিনটি উৎস হতে মন্দের আগমন ঘটে। প্রথমত, বাহ্যিক পারিপার্শিক অবস্থা বা পরিবেশ মানুষের স্বভাবকে নষ্ট করে। যদিও মানুষ প্রকৃতিগতভাবে শুভ, তবুও বাহ্যিক জীবন যাপন (সমাজ ও সংস্কৃতি) তাদের প্রকৃত স্বভাবকে বিকৃত করে ফেলে। সুতরাং জগতে ভুল কাজ ও মন্দের উপস্থিতির জন্য বাহ্যিক সমাজ ও সংস্কৃতি দায়ী। দ্বিতীয়ত, মানুষ যখন তার নিজস্ব স্বভাবকে পরিত্যাগ

করে অর্থাৎ তাদের সহজাত শুভকে বিকশিত ও প্রকাশ না করে যখন মন্দ কাজের দিকে ধাবিত হয়তখন মন্দের আগমন ঘটে। তৃতীয়ত,মানুষের প্রকৃত অনুভূতিসমূহ (চারটি অঙ্কুর বা স্থায়ী সদগুণ) এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ বিকাশে (পরিপুষ্ট হতে) ব্যর্থ হলে মানুষ ভুল কাজ করে এবং মন্দের আগমন ঘটে। কারণ, যদিও মানুষের উদ্দেশ্য শুভ তবুও জ্ঞানের অভাবে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে ঠিক কাজটি করতে অ ম হয় এবং মন্দ ফলাফলের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ মানুষ সমাজ-সংস্কৃতি, পারিপার্শিক অবস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদির সংস্পর্শে এসে তার নিজস্ব স্বভাবকে কলুষিত করে।

একথা সত্য যে,মেনসিয়াসের মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত তত্ত্বটির সূচনা হয় সদর্থকভাবে একটি সার্বজনীন প্রাথমিক স্তরবর্তী ভালোত্বকে (incipient goodness) স্বীকার করে। তাঁর এই তত্ত্বের ল ্য ছিলনৈতিক, সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ (ethical, well-governed society). তবে তাঁর লেখা দর্শন, নৃবিজ্ঞান ও নৈতিক মনোবিজ্ঞানের বিতর্কের জন্য উন্নত উপাদান সরবরাহ করেছে।

শুন যু : *Historical Records*(ch.74) অনুসারে, কনফুসিয়াসবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের তিনজন বিখ্যাত দার্শনিকের মধ্যে শুন যু একজন। তিনি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় অব্দে চীনের বর্তমান Hopei এবং Shansi প্রদেশের দ ি ণ অংশে Chao স্টেটের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৫০ বছর বয়সে Ch'i প্রদেশে গিয়ে সেখানকার Chi-hsia (তখনকার সময়ের বিখ্যাত শি ণ কেন্দ্র) একাডেমির সম্ভবত সর্বশেষ বিখ্যাত চিন্তাবিদের মর্যাদায় ভূষিত হন। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে শুন যু'র (pessimistic) দৃষ্টিভঙ্গি মেনসিয়াসের (optimistic) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিপরীত। শুন যু'র থিসিসের অধ্যায় শিরোনাম *'On the Evilness of Human Nature'* -এ মেনসিয়াসের মতকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, মানুষ জন্মের সময় কোন সহজাত সদগুণ নিয়েতো জন্মায়ই না বরং মানুষ বংশানুক্রমে স্বার্থপর এবং মুনাফা ও ইন্দ্রিয় সুখের কামনা নিয়ে জন্মায়। শুন যু'র মতে, মানব প্রকৃতি জন্মের সময় মন্দ (originally evil). তাঁর থিসিস *'The nature of man is evil'* [*Hsun-tzu:* ch. 23.]-এ তিনি বলেন, মানব স্বভাবের শুভত্ব নৈতিক অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জনের বিয়ষ। মানুষ বুদ্ধিমত্তা নিয়েজন্মায়, ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে মন্দ স্বভাবকে ভাল করা সম্ভব হয়।

মেনসিয়াসের 'child-about-to-fall-into-a-well' উদাহরণেরবিপরীতে শুন যু এমন উদাহরণ দেন যেখানে আপন দুই ভাই সম্পদের জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগীতা করে এবং উভয়ই আত্মসেবায় উত্তম দ । তিনি বলেন এমন স্বার্থপরতা মানুষের মধ্যে পরিব্যাপক, তবে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত সমাজ-রাজনৈতিক পরিবেশে মানব স্বভাবের সংস্কার সাধন সম্ভব। মেনসিয়াসের সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে, যেকোন মানুষ চাইলে জ্ঞানী সাধুপুরুষ বা প্রজ্ঞাবান ঋষি হতে পারেন। তিনি দাবি করেন, উৎপত্তিগত অবস্থায় মানব প্রকৃতিতে নৈতিক শুভ'র ঘাটতি থাকে:

> 'Man's nature (*Xing*) is evil; goodness is the result of conscious activity. The nature of man is such that he is born with a fondness for profit … He is born with feelings of envy and hate … Hence, any man who follows his nature and indulges his emotions will inevitably become involved in wrangling and strife, will violate the forms and rules of society, and will end as a criminal.'[14]

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, শুন যু দাবি করেন,মানব প্রকৃতি নৈতিক নয়।তিনি মানব প্রকৃতির সক্রিয় স্বার্থপর চরিত্র এবং এর সমাজ বিরোধী প্রভাবের উপর জোর দিয়েছেন। আমরা সাধারণভাবে দুষ্কর্মের বা অপকর্মের উপাদানগুলোকে (elements of depravity) একত্রীকরণ করে মন্দ (evil) বলে থাকি, যা ইহুদী-খ্রিস্টান প্রথা থেকে আসছে। আমরা যদি সতর্কতার সাথে দেখি তাহলে দেখবো যে, শুন যু'র দর্শনে দুষ্কর্মের বা অপকর্মের উপাদানগুলোকে (elements of depravity) একত্রীকরণ করেননি। তিনি বংশগত মন্দ (evil) নিয়েসচেতন (concerned) নন, বরং তিনি বংশগত স্বার্থপরতার (selfishness) উপর বেশি জোর দিয়েছেন। কেননা, তিনি মনে করেন, মানুষ বংশগতভাবে স্বার্থপর এবং স্বার্থপরতা কলহ-বিবাদ ও ঘৃণা বয়ে আনে, যা কেবল সমাজের জন্য নয় বরং স্বার্থপর ব্যক্তিটির জন্যও অপ্রত্যাশিত নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে।

এখন প্রশ্ন হল, সকল মানুষ যদি জন্মগতভাবে evil (মন্দ) হয় তাহলে তারা কিভাবে শুভ'র অধিকারী হবে। শুন যু যুক্তি দিয়ে বলেন, শুভ (goodness) সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংস্কৃতির ফল হিসেবে আসে। আর সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতি আসে (ক) উত্তম জীবন যাপনের নির্দেশনা, এবং (খ) অন্যান্য জীবজন্তুকে অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তার ফল হিসেবে। যুক্তি হল, (১) মানুষ কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া বসবাস করতে পারে না এবং জীবনের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি একা একা সরবরাহ করতে পারে না। তাছাড়া একজনের উত্তম জীবন যাপনের জন্য অন্যজনের পারস্পরিক সহযোগীতার (co-operation and mutual support) দরকার হয়।

(২) উত্তম জীবনের জন্য অন্যান্য জীবজন্তুকে জয় করতে হলে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়, অন্যথায়, পারস্পরিক সহযোগীতা (mutual co-operation) ছাড়া মানুষ প্রাকৃতিক শক্তি ও নানা ধরনের সৃষ্টি ও জীবজন্তুর আক্রমন থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়। এই দুই কারনে মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। কারণ,

14. *Works of Hsun Tzu* 23: 'The Nature of Man is Evil' trans. Watson 1963: 157, note, quoted in Lai, Karyn L., *An Introduction to Chinese Philosophy*, Cambridge University Press, New York, (2008), p. 40.

সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষকে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে বসবাস করতে সহায়তা করে।

এখন আরেকটি প্রশ্ন হল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে মানুষেরমঙ্গল (goodness) বয়ে আনে? এ ত্রে শুন যু'র উত্তর হচ্ছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণেরকিছু নিয়মনীতি (rules of conduct) অনুসরণ করে এবং সেসব প্রতিষ্ঠান ও এর সদস্যগণ সেগুলো মেনে চলে। আর সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতিসমূহ (rules of conduct) অনুসরণ করার মাধ্যমে goodness (মঙ্গল) বয়ে আসে। শুন যু'র তত্ত্ব মতে, কিছু অতৃপ্ত কামনা নিয়ে মানুষ জন্মায়, যখন কামনা-বাসনাগুলো অতৃপ্ত থাকে তখন মানুষ অতৃপ্ত কামনাকে তৃপ্ত করার জন্য সংগ্রাম করতে থাকে। যখন অনেক মানুষ এক সাথে কোন ধরনের নিয়মনীতি ছাড়া সীমাহীনভাবে তাদের বিরোদ্ধ বা পরস্পর বিপরীত কামনা-বাসনার তৃপ্তির জন্য সংগ্রাম করতে থাকে তখন কলহ বিবাদ দেখা দেয়, ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতি সকলের জন্য তিকর।

এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আদি রাজাগণ (early kings) মানুষের কামনা-বাসনা তৃপ্ত করার চেষ্টার সাথে জড়িত কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আচরণের নিয়মনীতি (rules of conduct) প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে সমাজে বসবাস করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের নিয়মনীতি মেনে চলার প্রয়োজন হয়। এভাবে মানুষের সামাজিক জীবনে প্রয়োজনীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণের ফল স্বরূপ নৈতিক শুভ (moral goodness) বয়ে আসে। শুন যু আরো যুক্তি দিয়ে বলেন যে, মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে প্রয়োগ করেও শুভকে অর্জন, সংর ণ ও প্রকাশ করতে পারে:

> "For the creation of goodness through the employment of intelligence. Human intelligence is displayed in the making of social distinctions. Since it is the making of social distinctions and the regulating social relationships regulated by *li*(appropriate behavior) that distinguish human beings from the birds and the beasts, men ought to act according to *li* in order to preserve and manifest their nature."[15]

শুন যু'র উভয় যুক্তি এই বিষয়ের উপর জোর দেয় যে, মানব প্রকৃতির শুভর (goodness) মানুষের সৃষ্টির ফসল, সহজাত নয়। হয় বুদ্ধি প্রয়োগ করে নয়তো নিয়ন্ত্রিত সামাজিকপরিবেশ থেকে মানুষ শুভ অর্জন করে। মেনসিয়াস সম্পর্কে Koller বলেন :

> "Every man on the street has the capacity of knowing human-heartedness, righteousness, obedience to law and uprightness, and the means to carry out these principles. Thus it is evident that any man can become a Confucius or a sage."[16]

15. Ibid, Koller, 1985, p. 280.
16. *Hsun-tzu*: ch.23. note, quoted in Fung, (1976), p. 145.

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে মেনসিয়াস ও শুন যু'র তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ও নৈতিক প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে মানব প্রকৃতি এবং নৈতিক অনুশীলন পদ্ধতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মেনসিয়াস সামাজিকভাবে ইতিবাচক আচরণের প্রতিপালন করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানে শুন যু বিশ্বাস করতেন প্রাথমিকভাবে সমাজবিরোধী আচরণকে নিরুৎসাহিত করা। মেনসিয়াস মনে করেন, নৈতিক অনুশীলন xin (mind-heart) কে বুঝার সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ মানুষ তার স্বপ্রকৃতির যা হারিয়েছে তা কীভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় তা জানা প্রয়োজন।[১৭]এখানে মেনসিয়াস পরিষ্কারভাবে xin (mind-heart) এর প্রতিফলন (reflect) ও গভীরভাবে চিন্তা বা ধ্যান (contemplate) করার প্রতি গুরুত্ব দেন।

অন্যদিকে শুন যু আরো অধিক পরিকল্পনার (extensive programme) নির্দেশ দিয়েছেন, যা কষ্টকর অনুশীলনকে ইঙ্গিত করে। তিনি বহি: উৎস থেকে শি া লাভের নির্দেশ দেন, কারণ, শুভ হচ্ছে সমন্বিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফল। তিনি মনে করতেন নৈতিক অনুশীলন *Li* (appropriate behavior) এবং *Fa* (standards and penal law) এর নির্দেশনা মেনে নেওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। মেনসিয়াস যেখানে সদাশয় (benevolent) সরকারকে সমালোচনা করেছেন সেখানে শুন যু একে নৈতিক নির্দেশক বলে আখ্যায়িত করেছেন:

> "Now the nature of man is evil. It must depend on teachers and laws (*fa*) to become correct and achieve propriety (*li*) and righteousness (*yi*) … The sage-kings of antiquity, knowing that the nature of man is evil, and that it is unbalanced, off the track, incorrect, rebellious, disorderly, and undisciplined, created the rules of propriety and righteousness and instituted laws and systems in order to correct man's feelings, transform them, and direct them …"[18]

Li (appropriate behavior) মানুষকে ইতিবাচক পরার্থবাদী আচরণের প্রতি উৎসাহিত করে, যেখানে *Fa* (standards and penal law) শাস্তির মাধ্যমে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার চাপ প্রয়োগ করে নেতিবাচক আচরণকে নিরুৎসাহিত করে এবং স্বার্থপরতার প্রবণতাকে বাধা দেয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার জন্য *Li* এবং *Fa*

17. *Books of Mencius*: 6A: 11, 12.
18. *Works of Hsun Tzu* 23: 'The Nature of Man is Evil' trans. Chan, Wing- Tsit, (1963), "A Source Book in Chinese Philosophy", Princeton, Princeton University press, New Jersey, P. 128.

পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। বুঝা যাচ্ছে, শুন যু অত্যন্ত সতর্কতার (meticulously) সাথে *Li* এর উৎপত্তি ও প্রয়োগ করেছেন।[১৯]

Li সবকিছুকে অত্যন্ত নিপুনভাবে সুসজ্জিত করে, অতি লম্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অতি খাটোকে সম্প্রসারিত করে, অভাব বা শূণ্যতাকে পূরণ করে, প্রেম ও শ্রদ্ধাবোধকে সম্প্রসারিত করে, এবং ধাপে ধাপে যথার্থ আচরণের সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণ করে তুলে। সুন্দর ও কুৎসিত, সংগীত ও কান্না, আনন্দ ও বেদনা, এসব বিপরীত হলেও *Li* এগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শেখায়।[২০]

সামাজিক সঙ্গতিকে উপলব্ধি করার জন্য *Li* উপকরণ বা যন্ত্র হিসেবে কাজ করে, যা সমাজের বিভিন্ন সম্বন্ধের বন্ধনে একজন মানুষের অবস্থান নির্ধারণে সাহায্য করে। [*Works of Hsun Tzu*14]. *Li* হচ্ছেমানুষের আবেগ, সৌন্দর্য এবং সামঞ্জস্যতার প্রকাশ [মানুষের বৈশিষ্ট্য, উক্তি, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির যথাযথ অর্থই আবেগের প্রকাশ।] এ হচ্ছে মানুষের সুন্দর চরিত্র অর্জনের মাধ্যমে আচরণের সৌন্দর্যকরণ, যা নিজে নিজে অর্জিত থাকে না।

Dubs শুন যু'র দর্শনের নিয়ন্ত্রণের ধারণাকে (idea of regulation)*Li* বলে বর্ণনা করেছেন। এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে *Analects* এবং *Books of Mencius* এর ধারণা থেকে ভিন্ন। *Analects*-এ ren (human feeling) এবং *Li*(its expression) এর মধ্যে সংযোগ বজায় রেখেছেন, যেখানে *Books of Mencius*-এ ren এবং *Li* এর মধ্যে নৈতিক বৈষম্য ও ব্যবহারিক প্রজ্ঞার সাথে ঐক্য বজায় রেখেছেন। মানুষের নৈতিক সেন্টিমেন্টের অনুশীলনে উভয় texts প্রাথমিকভাবে একমত হয়েছে। কিন্তু শুন যু*Li*কে *Fa*এর সাথে সংযোগ করে *Li*এর উপর জোর দিয়েছেন। শুন যু'র দৃষ্টিভঙ্গিতে moral comprehensive এবং moral cautious উভয়ই moral order (নৈতিক নির্দেশনা)। মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণে শুন যু'র প্রস্তাব মেনসিয়াসের ভাববাদী মানবিকতাবাদের চেয়ে অধিক টেকসই প্রক্রিয়া (viable system).

আদি কনফুসিয়াসবাদীগণ বিশ্বাস করতেন সকল মানুষ নৈতিকভাবে উৎকর্ষ সাধন করার যোগ্য (morally perfectible). শুন যুও সন্দেহাতীতভাবে বলেন, সকল মানুষের পে ই আত্মঃ অনুশীলন (self cultivation) করা সম্ভব।তাঁর উক্তি নিম্নোক্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে পরিপূরকঃ

> "Any man in the street can become (sage-king) Yu. What does this ancient saying mean? I say that Yu became sage-king Yu because he practiced humanity, righteousness, laws, and correct principles. This shows that these can be known and practiced.

19. *Works of Hsun Tzu* 9: 'The Regulations of a King.' note, quoted in Ibid, Lai, Karyn L., (2008)p. 42.
20. *Works of Hsun Tzu* 19: 'A Discussion of Ritual' trans. Watson 1963: 100, note, quoted in Ibid.

> Every man in the street possesses the faculty to know them and the capacity to practice them. This being the case, it is clear that every man can be Yu."[21]

উপসংহার

যদিও মেনসিয়াস ও শুন জু মানব প্রকৃতি সম্পর্কে বিপরীত বক্তব্য দিয়েছেন তথাপি তাঁদের একটি অভিন্ন ল ্য হল, নৈতিক অনুশীলনের মাধ্যমে জীবনের উৎকর্ষ সাধন করা। উভয় তত্ত্বই মানব প্রকৃতির মন্দ স্বভাবকে নিরুৎসাহিত করে শুভ স্বভাবকে অর্জন, সংর ণ ও বৃদ্ধি করার প্রতি জোর দিয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও ল ্য ছিল এক। উভয়ই সামাজিক পরিবেশকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। মেনসিয়াস মনে করেছেন জন্মের সময় মানুষ কিছু সদগুণ নিয়ে জন্মায়, কিন্তু সামাজিক পরিবেশ ও সংস্কৃতি মানুষের শুভ স্বভাবকে (সদগুণ) কলুষিত করে, তাই মানুষের সহজাত শুভ স্বভাবকে বিকশিত করার জন্য সুস্থ পরিবেশ দরকার।

আবার শুন যু'র মতে, জন্মের সময় মানুষের মনে কোন শুভ উপাদান বা সদগুণ বিদ্যমান থাকে না, বরং স্বার্থপরতা, লোভ, কামনা বাসনা নিয়ে জন্মায়। মানুষ যখন সামাজিক পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসে এবং এসবের নিয়ম কানুন মেনে চলে তখন মন্দ স্বভাব ধীরে ধীরে দূর হয়ে ভালোতে পরিণত হয়। মানুষের স্বভাব মন্দ থাকে বলেই ভালো করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসতে হয়।

প্রাচীনকাল থেকে সমসাময়িককাল পর্যন্ত অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকের আলোচনায় মেনসিয়াস ও শুন যু'র মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত মতবাদ নানাভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কেউ আচরণে মেনসিয়াসের সহজাত প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়েছে আবার কেউ কেউ শুন যু'র ন্যায় সহজাত প্রবণতাকে প্রত্যাখ্যান করে মানব আচরণের উপর সামাজিক পরিবেশ, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন:

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এ্যরিস্টটল বলেছিলেন, মানুষ হল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাণী। পরবর্তী সময়ে হব্‌স, লক ও রুশোর মত রাজনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্ব মতে, মানব প্রকৃতি অত্যাবশ্যকীয়ভাবে স্বার্থপর এবং ব্যক্তির আচরণ থেকেই সমাজের আবির্ভাব, যাতে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞান (behaviorist psychology) ও ধ্রুপদী অর্থনীতির (classical economics) প্রভাব বিদ্যমান। অন্যদিকে হেগেল, মার্কস এবং ডুরখেইমের মত দার্শনিকরা মনে করেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সঙ্গপ্রিয় (sociable). এধরনের মতবাদ সমাজতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত।[২২]

---

21. *Works of Hsun Tzu* 23, Ibid, P. 133.
22. আলোচ্য অংশে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Elahee, Md. Manzoor, "Models of Human Nature: The Philosophical-Anthropological Perspective", *Copula*, Journal of the Philosophy Department, Jahangirnagar University, Vol. 26, June, 2009, pp. 15-16.

প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক*গ্রন্থে মানুষের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আত্মার তিনটি অংশের কথা বলেন। যেমন : ১. আত্মার কামনাংশ (appetite part of the soul); এটি সকল দৈহিক চাহিদার (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন কামনা ইত্যাদি) উৎস। ২. আত্মার বীর্যাংশ (spiritual part of the soul); এটি সকল সাহসিক কাজ ও মানব আগ্রাসী মনোভাবের উৎস। এবং ৩. আত্মার প্রজ্ঞাংশ (rational part of the soul); এটি সমগ্র মানব প্রকৃতিতে সঙ্গতি প্রদান করে এবং আচরণকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়। সুতরাং ব্যক্তির কাজের একাধিক বিকল্প থেকে পছন্দের বিকল্পকে নির্ণয় করার সময় ব্যবহারিকভাবে আত্মার এই সহজাত তিন ধরনের শক্তিকে ব্যবহার করে এবং তার আচরণকে প্রকাশ করে থাকে। প্লেটোর মত সিগমান্ড ফ্রয়েডও Id, Ego এবং Super-ego নামে আত্মার তিন ধরণের সহজাত স্তরের কথা বলেছেন।[২৩] অর্থাৎ মেনসিয়াসের ন্যায় প্লেটো এবং ফ্রয়েডও মানব প্রকৃতির সহজাত শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

মার্কসের মতে, মানুষের প্রকৃত প্রকৃতি হল "totality of social relations." তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই মানব সমাজের সৃষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন, আমাদের নৈতিক ধারণা ও আচরণ নির্ধারিত হয় যে সমাজে বাস করি সে সমাজ দ্বারা এবং ব্যক্তির জীবনে ততদিন পর্যন্ত কোন পরিবর্তন আসবে না যতদিন সমাজের মৌলিক পরিবর্তন না হবে।[২৪] অর্থাৎ তিনি মানব প্রকৃতির বা আচরণের পরিবর্তনকে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের উপর ন্যস্ত করে শুন যু'র মতকেই মজবুত করেছেন।

বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক আচরণবাদী বি. এফ. স্কিনার মানুষের আচরণের সকল ধরনের সহজাত মানসিক কারণকে প্রত্যাখ্যান করে দাবি করেন, প্রাণী ও মানুষের সব ধরনের আচরণ হল পরিবেশের প্রভাব। *Science and Human Behavior*(1953) গ্রন্থে তিনি প্রাণীর উপর তাঁর তত্ত্বকে প্রয়োগ করে সফল হয়েছেন বলে দাবি করেন এবং পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিমানুষ, প্রতিষ্ঠান, সরকার, ধর্ম, সাইকোথেরাপি, অর্থনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর *Walden Two* (1948) উপন্যাসে প্লেটোর *রিপাবলিক*এ উল্লেখিত আদর্শ রাষ্ট্রের ন্যায় একটি রাজনৈতিক সিস্টেম ডিজাইন করেছেন, যেখানে মানুষের আচরণকে যথাযথ পরিবেশে রেখে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে দাবি করেছেন।[২৫]স্কিনারের এমন বক্তব্য মানব প্রকৃতির সহজাত প্রবণতাকে (মেনসিয়াসের দাবি) বাতিল করে শুন জু'র মতামতকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন।

স্কিনারকে অনুসরণ করে স্টিভেনসন (১৯৭৪) বলেন, তা'হলে আমরা ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতাকে পরিত্যাগ করে প্রত্যেকের আচরণকে যথাযথ পরিবেশে বাপন্থায় পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করে একটি সুখী জীবন সৃষ্টি করতে পারি। এই প্রেক্ষিতে জে. বি. ওয়াটসন (১৯২৪) এবং স্কিনার দাবি করেন যে, আমরা যদি চাই তাহলে কোন ধরনের মেধা ও

23. Ibid, p. 17.
24. Ibid, p. 16.
25. Ibid, pp. 17-18.

পারিবারিক পশ্চাৎপট বা পটভূমি বিবেচনা না করে কেবল যথাযথ পরিবেশে রেখে তিনটি সুস্থ শিশুকে যথাক্রমে আইনজীবী, চোর ও বিজ্ঞানী করে গড়ে তোলা সম্ভব। অর্থাৎ তাঁদের মতে, বংশগত বা সহজাত প্রভাব মানুষের আচরণকে কোন ভিন্নতা দিতে পারে না কিংবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

অন্যদিকে, Early ethologist গণ এবং Ethology[26]-এর প্রবর্তক Conrad Lorenz (1971) উপলব্ধি করেছেন যে, প্রাণীর পর্যবেক্ষণীয় অনেক আচরণই আচরণবাদীদের (স্কিনার, ওয়াটসন) আদলে ব্যাখ্যা করা যায় না। অর্থাৎ পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, আবার এসব আচরণকে বাদও দেওয়া যায় না। Ethologyএর মূল অনুমানকে স্টিভেনসন চিহ্নিত করে বলেন, প্রাণীর আচরণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধরণ সহজাত। Conrad Lorenz দাবি করেন, আচরণের অনেক ধরণ আছে যা "hereditary co-ordinations" or "instinct movements." লরেঞ্জ এর এমন বক্তব্য মেনসিয়াসের সহজাত প্রবণতার (সদগুণ) ধারণাকে গুরুত্বসহকারে পুন:প্রতিষ্ঠা করে।

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায় মানুষের আচরণের কিছু কিছু ধরণ গড়ে উঠে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি অথবা সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে, যা বহু আগে শুন যু উল্লেখ করে গেছেন। অন্যদিকে, মানব আচরণের কোন কোন দিকে বংশগত প্রবণতা, জন্মগত ঘটনা বা শৈশবে বিকাশের সময়ের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনেকের শারীরিক ঘটনা ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের হরমোন, নিউরোট্রান্সমিটার বা মস্তিস্কের সহজাত গঠন দ্বারা।[২৭]মেনসিয়াসের বক্তব্যে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, মানব প্রকৃতি একটি জটিল বিষয় এবং এটি বিভিন্ন আকারের হতে পারে; যেমন: বংশানুক্রমিক প্রতিক্রিয়া, বিকাশ ও সামাজিক ঘটনা বা উপাদান ইত্যাদি। তাই Eible-Eibesfeldt (1979) বলেন, মানবসত্তা প্রকৃতিগতভাবেই সহযোগিতামূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক, স্বার্থপর এবং পরার্থবাদী উভয়ই।

উপরিউক্ত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনিত হতে সহজ হয় যে, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে মেনসিয়াস ও শুন যু' উভয়ের মতই আংশিকভাবে সত্য। মানব স্বভাবে যেমন সহজাত সদগুণের উপস্থিতি বর্তমান এবং সেই সহজাত গুণের যথাযথ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশেরও প্রয়োজন তেমনি আচরণের সদর্থক বা নঞর্থক বিকাশে পারিপার্শিক পরিবেশ ও সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুস্থ পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শ ছাড়া সহজাত সদগুণের বিকাশ তো সম্ভব নয়ই বরং বিপরীত (মন্দ) হওয়ার সুযোগ থাকে।

---

26. Ethology এমন একটি বিজ্ঞান যা প্রানীর আচরণ নিয়ে চর্চা বা গবেষণা করে।
27. Ibid, Elahee, Md. Manzoor, p.16.

মেনসিয়াসের বক্তব্য আংশিক হলেও সত্য; কারণ, মানুষের মধ্যে শুভ উপাদান সাধারণভাবে বিদ্যমান থাকে বলেই মানুষের মন সর্বদা ভালোকে সমর্থন দেয়, মন্দকে সমর্থন দেয় না। ভালো আচরণকে স্বাগত জানায়, মন্দকে তিরষ্কার করে। মানব মন সর্বদা ভিলেনকে অপছন্দ করে, আর হিরোকে পছন্দ করে। পিতামাতার অনেক আচরণ বা গুণ সন্তানেরা সহজাতভাবে পেয়ে থাকে, যা কখনো পরিবর্তন করতে পারে না। এসব দৃষ্টান্ত মানব মনের শুভ উপাদানের উপস্থিতির জানান দেয়।

তাছাড়া সমাজে অনেক লোক দেখা যায় যাদের পূর্বপুরুষরা মন্দ প্রকৃতির ছিল এবং তারাও অন্য পরিবেশে গিয়ে নিজেদের স্বভাবের পরিবর্তন করার চেষ্টা না করার ফলে মন্দই রয়ে গেছে। এর বিপরীতটাও তেমনি সত্য যে, অত্যন্ত মন্দ একটি পরিবারে বা বংশে জন্ম গ্রহণ করেও কেবল ঐ পরিবেশ থেকে দূরে ভালো পরিবেশের সংস্পর্শে এসে মহৎ চরিত্রের অধিকারী মানুষ হয়ে থাকে। অথচ এই ব্যক্তিটিই যদি পরিবেশ পরিবর্তন না করে মন্দ পরিবেশে অবস্থান করতো আহলে হয়তো তাকে মন্দ চরিত্রের অধিকারীই হতে হতো। তাই মানব আচরণে পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার করার মত নয়। মানব স্বভাবে সহজাত সদগুণের উপস্থিতি যেমন রয়েছে তেমনি সেই সহজাত গুণের যথাযথ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশেরও প্রয়োজন রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Mou, Bo, (eds.) *Routledge History of World Philosophies*, Volume-3, *History of Chinese Philosophy*, Routledge, Tailor & Francis Group, London and New York, 2009.
2. Chan, Wing- Tsit, *A Source Book in Chinese Philosophy*, Princeton, Princeton University press, New Jersey, 1963.
3. Lai, Karyn L., *An Introduction to Chinese Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2008.
4. Koller, John M., *Oriental Philosophies*, Charles Scribner's Sons. New York, 2nd Edition, 1985.
5. Hansen, Chad, *Chinese Thought: A Philosophical Interpretation*, Oxford University Press, New York, 1992.
6. Watson, J.B., *Behaviourism*, revd. edn., Methuen, London, 1924.
7. Lan, Fung Yu, *A Short History of Chinese Philosophy*, Edited by Derk Bodde, The Free Press, New York, 1976.
8. Confucius: *The Analects.*
9. Lau, D.C., '*Theories of Human Nature in Mencius and Xunzi'*, in T.C. Kline III and Philip J. Ivanhoe (eds), *Virtue, Nature, and Moral Agency in the Xunzi*, Indianapolis: Hackett.
10. Wong, David, '*Is There a Distinction Between Reason and Emotion in Mencius?, Philosophy East and West*, 1991.
11. Eibl-Eibesfldt, I., *Human Ethology: Concepts and Implications, for the Sciences of Man*, Behavioral and Brain Sciences 2, 1979.

12. Makeham, John, *New Confucianism: A Critical Examination*, Palgrave Macmillan, New York, 2003.
13. Stevenson, Leslie, *Seven Theories of Human Nature*, Oxford University Press, Ely House, London, 1974.
14. Elahee, Md. Manzoor, "Models of Human Nature: The Philosophical-Anthropological Perspective", *Copula*, Journal of the Philosophy Department, Jahangirnagar University, Vol. 26, June, 2009.
15. Skinner, B.F., *Science and Human Behavior*, Macmillan, New York, 1953.
16. Skinner, B.F., *Walden Two*, Macmillan, New York, ., 1948.
17. Lorenz, K., *Studies in Animal and Human Behaviour*, Vol. 2, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1971.